কালের কণ্ঠ

তারিখ: 09 NOV 2017
পৃষ্ঠা: ১৪ কলাম: ৬

প্রাথমিক শিক্ষায় অবহেলা

ভিত্তি শক্ত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন

'সবার জন্য শিক্ষা'—এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা। গতকাল প্রকাশিত কালের কণ্ঠ'র বিশেষ আয়োজনে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্য ফুটে উঠেছে। দেশের ৬৪ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে প্রায় এক কোটি ৯৫ লাখ শিশু। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ঘাটতি দেড় লাখ। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার ৫৮ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত শিক্ষকরা কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই শ্রেণিকক্ষে পাঠদান শুরু করেন। অথচ শিক্ষার মানের উন্নতির প্রথম শর্ত ভালো শিক্ষক। যেকোনো পর্যায়ের শিক্ষকতার চেয়ে প্রাথমিকে শিক্ষকতা কঠিন। স্পর্শকাতর ও কোমলমতি শিশুদের বুঝে শিক্ষা দিতে হয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায়, চাকরি পেলেই শিক্ষক হয়ে যাচ্ছেন। অনেক পরে হয়তো তাঁদের প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। আবার এটাও সত্য যে সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারীরাই আসছেন প্রাথমিকের শিক্ষকতায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেকেই কোনো চাকরি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতায় এসেছেন। মেধাবীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিতে নারাজ। দক্ষ শিক্ষকের অভাবে অনেক শিক্ষার্থীই দুর্বলতা নিয়ে শিক্ষাজীবনের প্রথম ধাপটি পার করছে। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার মান সেভাবে বাড়ছে না বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। মানতে হবে, মানসম্পন্ন শিক্ষক না পেলে শিক্ষার মান বাড়বে না। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না পেলে শিক্ষকরা দক্ষ হয়ে উঠতে পারবেন না। আবার পেশাজীবনের শুরুতেই শিক্ষকরা নিজেদের মতো করে পাঠদান শুরু করে দিলে প্রশিক্ষণও তাঁদের সেভাবে মানোন্নয়ন করতে পারে না। ফলে শিক্ষকরা একটি সুনির্দিষ্ট গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। একটি জরিপেও এই চিত্র ফুটে উঠেছে। যেখানে দেখা গেছে, প্রাথমিকে ১৩ শতাংশ শিক্ষক পুরোপুরি সৃজনশীল বা যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন বোঝেন না। সীমিত পরিসরে বুঝতে পারা ৪২ শতাংশ ক্লাসে বোঝাতে পারেন না। এর ফল আমরা তো দেখতেই পাই। প্রাথমিকের অনেক শিক্ষকই গাইড বইনির্ভর। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও গাইড বই থেকে প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে ফিনল্যান্ড উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। সেখানে শিক্ষকদের পেশায় আসার আগে পাঁচ বছরের তাত্ত্বিক শিক্ষা নেওয়া বাধ্যতামূলক। প্রাথমিকের শিক্ষকদের মর্যাদা সেখানে ডাক্তার ও আইনজীবীদের সমান। উচ্চ বেতন, পেশার স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদার কারণে সেখানে প্রাথমিকে শিক্ষকতার প্রতি মেধাবীরা আকৃষ্ট। ফিনল্যান্ডের সাড়ে তিন হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬২ হাজার শিক্ষকের সবাই স্নাতকোত্তর। অথচ বাংলাদেশে যেন এর বিপরীত চিত্র। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব সময় অবহেলিত। দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ। কোথাও কোথাও মাঠে পাঠদান করতে হয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে তো কথা বলার অবকাশ নেই। এ অবস্থা পাল্টে ফেলা সম্ভব। তার জন্য দরকার উদ্যোগ। সরকার উদ্যোগী হলে প্রাথমিক শিক্ষকতায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করা কি খুব কঠিন?